দৈনিক সংবাদ

তারিখ 19 MAY 1989
পৃষ্ঠা 4 কলাম 3

বাংলাদেশ শিক্ষা তথ্য ও পরিসংখ্যান ব্যুরো
ডকুমেন্টেশন কেন্দ্র

039

চিঠিপত্র

(মতামতের জন্য সম্পাদক দায়ী নন)

সম্মান পরীক্ষা পিছাবেন না

১৯৮৭ সালের সনাতন পদ্ধতির সম্মান পরীক্ষার তারিখ ২রা জুলাই নির্ধারণ করা হয়েছে। এদিকে ১৯৮৬ সালের পরীক্ষার অনেক বিষয়েরই ফল প্রকাশিত হয়নি। কাজেই ফেল করা ছাত্র-ছাত্রীরা পরীক্ষার প্রস্তুতির জন্য পরীক্ষার তারিখ পিছানোর দাবী জানাবে এটাই স্বাভাবিক। কিন্তু পরীক্ষা যদি আরও পিছানো হয় তবে অদূর ভবিষ্যতে ৪ বছরের শিক্ষা-জীবন শেষ করতে ৯।১০ বছর লাগবে। জগন্নাথ বিশ্ববিদ্যালয় কলেজের ব্যবস্থাপনা বিভাগ ১৯৮৮ সালের পরীক্ষার্থীদের ক্লাস ৮-৩-৮৯ তারিখে শেষ করে দিয়েছে। এখন আমরা সবাই পরীক্ষার তারিখের আশায় বসে আছি। এর মধ্যে অবশ্য আমরা সবাই '৮৭ সালের পরীক্ষার্থীদের সাথে '৮৮ সালের পরীক্ষা নেবার দাবী জানিয়েছিলাম; কিন্তু সে দাবী মানা হয়নি। এমতাবস্থায় আবার দাবী জানাচ্ছি '৮৮ সালের পরীক্ষার তারিখ '৮৯ সালের ডিসেম্বর মাসের মধ্যে নির্ধারণ করা হোক। '৮৬ সালের ফেল করা ছাত্রদের মধ্যে যাদের ইচ্ছা ২রা জুলাই পরীক্ষা দেবে আর যারা পরীক্ষা পিছানোর দাবী জানাবে তাদেরকে ডিসেম্বর মাসে পরবর্তী পরীক্ষায় অংশ গ্রহণের কথা বলে আন্দোলন থেকে বিরত রাখা যাবে।

এ ব্যাপারে অতিশীঘ্র সিদ্ধান্ত গ্রহণের জন্য সম্মানিত সিণ্ডিকেট সদস্য এবং সংশ্লিষ্ট সকলের প্রতি আবেদন জানাচ্ছি। তবে পরীক্ষার তারিখ কমপক্ষে কয়েক মাস পূর্বে ঘোষণা না করলে অনেকেই যে আবার পরীক্ষা পিছানোর দাবী জানাবে তা অস্বাভাবিক কিছু নয়।

পরেশ রায় চৌধুরী (লিটন),
ব্যবস্থাপনা বিভাগ,
জগন্নাথ বিশ্ববিদ্যালয় কলেজ,
ঢাকা।

কৃষি কলেজগুলোর পরীক্ষা

বাংলাদেশে কৃষি কলেজের সংখ্যা বর্তমানে মাত্র ৩টি (ঢাকা, পটুয়াখালী এবং দিনাজপুর)। এ কলেজগুলো যদিও কৃষি বিশ্ববিদ্যালয়ের অধিভুক্ত তথাপি এগুলোর প্রশাসনিক এবং আর্থিক দিকটা নিয়ন্ত্রিত হচ্ছে জয়দেবপুরে অবস্থিত বাংলাদেশ কৃষি গবেষণা ইন্সটিটিউটের অধীনে। ভর্তি পরীক্ষার ক্ষেত্রে দেখা যায় প্রতিটি কলেজ নিজ নিজ প্রশ্নপত্রের মাধ্যমে বিভিন্ন সময়ে ভর্তি পরীক্ষা নিয়ে থাকে, এতে একদিকে যেমন প্রশ্নপত্রের মানের তারতম্য হয়, অপরদিকে বিভিন্ন সময় পরীক্ষা অনুষ্ঠিত হওয়ার জন্য কোন না কোন কলেজের ছাত্ররা ক্ষতিগ্রস্ত হয়।

এখানে উল্লেখ্য, দেশে বর্তমানে ইঞ্জিনিয়ারিং কলেজ (বি,আই,টি) এবং মেডিক্যাল কলেজগুলোর ভর্তি পরীক্ষা একই প্রশ্নপত্রের মাধ্যমে এবং একই তারিখে অনুষ্ঠিত হয়ে থাকে।

তাই উর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষের দৃষ্টি আকর্ষণ করে বলছি, অবিলম্বে উল্লেখিত সমস্যা সমাধানে এগিয়ে আসুন।

মোঃ শাফায়েত হোসেন শাফ,
১ম পর্ব পরীক্ষার্থী, পটুয়াখালী কৃষি কলেজ, পটুয়াখালী।

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষের কাছে নিবেদন

আমরা সরিষাবাড়ী ডিগ্রী কলেজের নিয়মিত ছাত্র হিসাবে এবং ঐ কলেজে ডিগ্রী পরীক্ষা কেন্দ্র থাকায় ঐ কলেজ ছাড়া অন্য কোন কলেজ কেন্দ্র থেকে পরীক্ষা দেওয়ার কোন প্রশ্নই আসে না। আমাদের নির্বাচিত বিষয়সমূহের সমস্ত পরীক্ষা শান্তিপূর্ণভাবে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃক প্রেরিত পরীক্ষা পরিদর্শক টিম-এর তত্ত্বাবধানে ৫-১২-৮৮ তারিখে শেষ হয়ে যায়। পরবর্তীতে অবশিষ্ট পরীক্ষার্থীর পরীক্ষা চলাকালীন সময়ে ২১-১২-৮৮ তারিখে অনুষ্ঠিত পরীক্ষায় দুর্নীতির অভিযোগ এনে বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষ উক্ত কেন্দ্রে অনুষ্ঠিত সমস্ত ডিগ্রী পরীক্ষা বাতিল ঘোষণা করেন। কিন্তু আমাদের মত অনেক পরীক্ষার্থীর সমস্ত পরীক্ষা ঐ বাতিল ঘোষণার বহু পূর্বেই সুষ্ঠুভাবে শেষ হয়েছে। কাজেই আমরা কি অপরাধ করলাম? আমাদের পরীক্ষা বাতিল হবে কোন দোষে? প্রত্যেকের বিরুদ্ধে সুনির্দিষ্ট নকলের অভিযোগ প্রমাণ ছাড়া ঢালাওভাবে কর্তৃপক্ষের এ ধরনের পরীক্ষা বাতিলের সিদ্ধান্ত মোটেই যুক্তিসঙ্গত হয়নি। এখানে উল্লেখ করা প্রয়োজন যে, পরীক্ষা কেন্দ্রে অসৎ উপায় অবলম্বনের দায়ে দোষী প্রমাণিত পরীক্ষার্থীর জন্য বিভিন্ন মেয়াদের এবং বিভিন্ন ধরনের শাস্তির ব্যবস্থা প্রচলিত আছে। কিন্তু নির্বিচারে এ ধরনের 'গণহত্যা' জাতীয় গণশাস্তি সর্বপ্রকার ধারা বা আইনকানুনের সম্পূর্ণ পরিপন্থী। পরীক্ষা সুষ্ঠুভাবে পরিচালনা করার দায়িত্ব কর্তৃপক্ষের। এজন্য অসংখ্য সাধারণ নিরীহ ও নিরপরাধ পরীক্ষার্থী কোনভাবেই দায়ী নয়। এ অবস্থায় পরীক্ষার্থীদের অনুষ্ঠিত সমস্ত ডিগ্রী পরীক্ষা কোনক্রমেই বাতিল হতে পারে না। কর্তৃপক্ষ ওই কেন্দ্রে সুষ্ঠুভাবে পরীক্ষা পরিচালনায় ব্যর্থ হলে সংশ্লিষ্ট কেন্দ্রের পরীক্ষার্থীদের পরীক্ষা কালাতিক্রম না করে অন্য যে কোন কেন্দ্রে পরীক্ষা অনুষ্ঠানের ব্যবস্থা করতে পারতেন। এ দায়িত্ব অবশ্যই কর্তৃপক্ষের।

অতএব, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষের কাছে নিবেদন, শুধুমাত্র দোষী প্রমাণিত পরীক্ষার্থিগণকে উপযুক্ত শাস্তি দিন এবং অবশিষ্ট নিরীহ ও নির্দোষ পরীক্ষার্থিগণের পরীক্ষা বাতিল ঘোষণা অবিলম্বে প্রত্যাহার করুন।

মঞ্জু আহমেদ, আঃ হাকিম, আ, ন, ম, ইউনুস পাঠান (সরিষাবাড়ী ডিগ্রী কলেজের ১৯৮৮ সনে অনুষ্ঠিত ডিগ্রী পরীক্ষার্থী), সরিষাবাড়ী, জামালপুর।